সেই যে আমার নানা রঙ্গের দিনগুলি

মমতা চৌধুরী

উচ্ছ্বল এক ঝাঁক পায়রা

সিড্‌নী অপেরা হাউসে আশা ভোঁসলের সঙ্গীতানুষ্ঠানে রনিদা অজবেন সিড্‌নীর আয়োজিত বাংলাদেশের Close Up 1 2006 এর নবীন শিল্পীদের নিয়ে Top Ten Concert এ আমন্ত্রন জানালেন। গত ডিসেম্বরে যখন ঢাকায় ছিলাম তখন এই অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত হয়েছিল এবং লক্ষ্য করেছি এ নিয়ে বাংলাদেশের সর্বস্তরের TV দর্শকদের মাঝে বেশ উত্তেজনা ছিল, বিশেষত কিশোর তরুনদের মাঝে। রনিদার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না এবং আমাদের জন্য টিকেট রাখতে অনুরোধ করলাম।

এর মাঝে তিন সপ্তাহ কেটে গেল দৈনন্দিন কাজের ব্যস্ততায়। ৩১শে মার্চ শনিবারের অনুষ্ঠানেই যেতে সাব্যস্ত করলাম। সপ্তাহ শেষের ছুটির দিনের বাড়ন্ত কাজগুলো গুছিয়ে, শহরের এ প্রান্ত থেকে শনিবারের ট্রাফিক পেড়িয়ে যখন অনুষ্ঠান হলে যেয়ে পৌছুলাম, হলের বাইরে তখন ক্ষীন ভাবে ভেসে আসছিল ভেতরে সঙ্গীতানুষ্ঠানের শুরুর আভাস। বিস্মিত হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে খুব ভালও লাগল অজবেনের সময়ানুবর্তিতার প্রতি নিষ্ঠা দেখে। কাউন্টারে মোস্তফাভাই ও লাভলী ভাবীর কাছ থেকে টিকেট সংগ্রহ করে যখন হলে প্রবেশ করলাম স্টেজের তরুন শিল্পীর হাতের কব্জিতে বাঁধা বাংলাদেশের পতাকা মূহুর্তের মাঝে আমায় নিয়ে গেল সবুজ শ্যামল বাংলার লাল টকটকে সূর্যের দেশে। তরুন শিল্পী কিশোর বেশ জমিয়ে গাইছিল পর পর ক'টা গান। এর পর মঞ্চে এল পুলক - ও'র মাথায় বাঁধা বাংলাদেশের পতাকা - এ যেন বাংলার দামাল প্রাণের এক ভাবময় উচ্ছ্বাস। এই নূতন প্রজন্মের তরুন শিল্পীদের গান বুঝতে এবং তাদের তাল, লয় ও সুরের সাথে অভ্যস্ত হতে আমার কিছুটা সময় লেগেছে যা শিল্পীরা ওদের প্রাণোচ্ছাস দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে।

এর পর এলো পুতুল ওর অনুশীলিত দরাজ কন্ঠ এবং সংগীত নির্বাচনের সুচারু উপস্হিতে নিয়ে। পুতুলের পর সাব্বির ওর গান এবং আফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্যে ভরিয়ে রাখলো সেদিনের দর্শক শ্রোতাদের। অনুষ্ঠান পরিচালিকা মুনা যখন ওকে MBA র ছাত্র বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল, আমি ভাবতেও পারিনি এই নবীন শিল্পী কি এক আশ্চর্য দক্ষতায় হলের উপস্হিত সকল বয়সের দর্শক শ্রোতার প্রাণে গানের আবেগ সঞ্চারনের সাথে সাথে প্রাণের ও সঞ্চার করবে। Top Ten শিল্পীদের সবচেয়ে আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিটি শিল্পীই খুবই সাবলিল তাদের সংগিত পরিবেশনায়। তাদের এই stage free বৈশিষ্ট্য দর্শক শ্রোতাদের প্রসংশা পেয়েছে নিঃসন্দেহে। সাব্বির যখন গান গাইতে গাইতে নেমে এলো দর্শক শ্রোতাদের সারিতে, তখন হলের সকল তরুন প্রাণও ওর সাথে গানের আনন্দে মেতে উঠল। ক'জন ত ওর সাথে মঞ্চে চলে এলো এবং গানের তালে তালে অঙ্গ ভঙ্গিমা ও নৃত্যের তালে তালে হলের সবাইকে মাতিয়ে রাখলো। তবে লক্ষ্য করেছি এর মাঝে অজবেনের আয়োজকরা কিছুটা বিচলিত বোধ করছিলেন হলের ভেতর শৃখলা ভঙ্গের আশংকায়। তেমন কিছু

আবশ্য ঘটেনি শিল্পী এবং দর্শক শ্রোতাদের সুবিবেচিত আচরনের জন্য।এর পর একে একে এলো পলাশ, বাঁধন ও মোহিন। ওরা সবাই ওদের পছন্দের এবং Top Ten র গানের অর্ঘে দর্শক শ্রোতাদের ভরে রাখলো।

সব শেষে বিরতির ঠিক আগে মুহু মুহু করতালির সম্ভাষনে মঞ্চে এলো ২০০৬র দর্শক শ্রোতার ভোটে নির্বাচিত প্রথম স্হানের অধিকারিনী মিষ্টিমেয়ে সালমা। ও সত্যি যেন এক পুতুল পুতুল মেয়ে । প্রতিদিনের আমাদের সেই ছোট্ট মেয়েটি - গাঢ় খয়েরি লেহেঙ্গার ভারে যদিও ওর পদসঞ্চালন আড়ষ্ট অথচ যখন ও গান শুরু করলো এক মূহুর্তে কোন এক আশ্চর্য যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় বদলে গেল ও এক বলিষ্ঠ পরিপক্ক কণ্ঠে। এক বিবাগি বৈষ্ণবি কণ্ঠ যেন কপোতাক্ষের তীর ছুঁয়ে অতল প্রশান্ত মহাসাগরের অসীম দোলায় দুলে নিথর করে রাখল সিড্নীকে আধ্যাতিক ভাবের ভারে কিছুটা সময়ের জন্য। গানের কথার সাথে সাথে শিল্পী সালমার মুখের ও ডাগর চোখে সৃষ্টি হচ্ছিল কোন এক নামহারা বৈরাগির ভাব রহ্যসের খেলা ভুবনের সীমার বাঁধনে কোন এক অসীমের সন্ধানে। আবার গানের কথার মাঝে ও যখন আঁখিমেলে ফিরে আসছিল ভবের মেলায় ওর মিষ্টে হাসি যেন একমুঠো স্নিগ্ধ জুঁইফুলের সুরভিতে ভরছিল দর্শক শ্রোতার হৃদয়।

অনুষ্ঠানের প্রথমদিকে উপস্হিত দর্শক শ্রোতারা অনেকেই শঙ্কিত হচ্ছিল যখন গুজব ছড়াচ্ছিল যে Top Ten র প্রথম চার জন শিল্পীই আসেনি। অনেকে বেশ কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করছিল আয়োজকদের উপর। তবে কিছুক্ষনের মাঝে এই আতঙ্কের পরিসমাপ্তি হল যখন রন্টিদাস এলো তার সুন্দর কথা এবং ততোধিক সুন্দর কণ্ঠ নিয়ে। না, দশ জনের ভেতর নয় জন শিল্পীই এসেছিলেন সিড্নীতে - শুধু তৃতীয় স্হান অধিকারিনী নিশিতা আসতে পারেনি ওর আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য। একে একে তিনটি গান গাইলো রন্টি। ওর প্রথম পর্বের সমাপ্তি করলো যখন খান আতার ‘একি সোনার আলোয় জীবন ভরিয়ে দিলে - - -’ গানে, তখন ৭০র এবং ৮০র তরুন প্রাণেরা যারা এখন ও গানের টানে ছুটে আসে সংগীত মেলায়, তারা যেন মূহুর্তে ফিরে গিয়েছিলেন সেই সোনা ঝড়া দিনগুলোর ঢাকার রাজপথের কৃষ-চূড়ায় ছায়ায় মাখা আবেগময় দিনগুলোতে। আপামর দর্শক শ্রোতা ধন্য ধন্য করলো । তবে এই নবীন শিল্পীদের কণ্ঠগুলো আরো পরিপক্ক ও শৈল্পিক হয়ে বিকশিত হতে, তাদের গানের তাল, লয়, দম, স্কেল ঠিক রাখতে আরো দীর্ঘ সময় অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন অনেকে।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রতিজন শিল্পীই তিনটে করে গান পরিবেশন করেছেন। প্রত্যেকেই গানের আগে নিজেরা কিংবা অনুষ্ঠান উপস্হাপিকার মাধ্যমে দর্শক শ্রোতার কাছে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেছে। তাছাড়া শিল্পীদের নিজেদের মধ্যে ও যে পারস্পরিক সহযোগিতা (track selection) ও coordination ছিল তা প্রসংশনিয় এবং তা ওদের শিল্পী জীবন বিকাশেও সহায়তা করবে। প্রত্যেক জন শিল্পীই তাদের গানের শেষে দর্শক শ্রোতাদের কাছে আশীর্বাদ কামনা করেছে সুবিনিত ভাবে যা দর্শক শ্রোতার মনকে ওদের জন্য স্নেহরসে সিক্ত করেছে। শিল্পীদের সবচেয়ে যে গুনটা সবাইকে মুগ্ধ করেছে তা ওদের মঞ্চে সাবলীলতা ও প্রাণবন্ততা।

মাঝে প্রায় পয়তাল্লিস মিনিট বিরতিয়ের পর আবার একে একে সব শিল্পীরা মঞ্চে ফিরে এসেছে তাদের শেষ গানটি নিয়ে। বাঁধনের 'কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে' যেমন শ্রোতার মন কৃষ্ণ লীলার আবেশে ভরেছে, পলাশের 'আমায় ভাসাইলিরে, আমায় ডুবাইলিরে' গানের তরঙ্গেও যেন দর্শক শ্রোতা ভাবের দোলায় দুলছিল সেই সঙ্গীত রজনীন শেষ পর্বে। সব শেষে সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়েছে প্রথম রাত্রির পরিবেশনার। এর পরও আরো দু'রাত্রি গানের ও প্রাণের জোয়ারে ভাসিয়েছে এই নবীন শিল্পীরা সিড্নীর দর্শক শ্রোতাকে তাদের বৈচিত্রময় পরিবেশনায়। প্রতিটি অনুষ্ঠানই হয়েছে শিল্পী ও আয়োজকদের আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় সাফল্যমন্ডিত।

নূতন শতাব্দিতে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতির সাথে সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুকিয়ে থাকা কণ্ঠশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করা এবং শিল্পী জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস আমাদের সংগীত জগতকে সমৃদ্ধশালী করবে নিঃসন্দেহে। আর শুধু দেশে নয় সহস্রমাইল দূরে দক্ষিন প্রশান্ত মহাসাগরের বালুকাবেলায় গান গেয়ে এই তরুন শিল্পীরা দর্শক শ্রোতার মনে যে মুগ্ধতার সৃষ্টি করতে পেরেছে তা শিল্পীদের গানের ভূবনে আরো দৃঢ় অবদান রাখার প্রেরনা যোগাবে। আর এই টেলেন্টদেরকে অনুপ্রেরনা যোগাতে ও সিড্নীবাসী বাংলাদেশীদের কাছে সরাসরি পরিচিত করানোর জন্য অজবেন সবটুকু কৃতজ্ঞতা ও প্রসংশার দাবী রাখে।

7th April 2007